৯০ হাজার টাকা দামের ল্যাপটপ পাচ্ছেন এমপিরা

সংসদ সদস্যদের প্রত্যেককে প্রায় ৯০ হাজার টাকা দামের ল্যাপটপ দেয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে তারা পাচ্ছেন প্রায় ২০ হাজার টাকা দামের একটি প্রিন্টার মেশিনও। সেই প্রিন্টার মেশিনে স্ক্যানিংও করা যাবে। ৩৫০ জন এমপিকে পর্যায়ক্রমে এসব দেয়া হবে।

ইতোমধ্যে সংসদ ভবন থেকে তাদের মধ্যে ল্যাপটপ ও প্রিন্টার বিলি শুরু হয়েছে।

দশম জাতীয় সংসদে ফেরত দেয়ার শর্তে সংসদ সদস্যদের ল্যাপটপ দেয়া হলেও পরে আর তা ফেরত নেয়া হয়নি। এগুলোও ফেরত নেয়া হবে না বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, সংসদ সদস্যদের দাফতরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ ও প্রিন্টার দেয়া হচ্ছে। এজন্য তাদের কাছে চাহিদাপত্রও চাওয়া হয়েছিল। সংসদের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান স্বাক্ষরিত চিঠিতে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাহিদাপত্র চাওয়া হয়। ওই চাহিদাপত্র অনুযায়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সংসদের কার্যালয় থেকে এসব বিলি করা হচ্ছে।

সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ের ‘জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি অবকাঠামো, মানবসম্পদ ও প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়ন’ শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় সংসদ সদস্যদের এসব দেয়া হচ্ছে। মন্ত্রণালয় ল্যাপটপ ও প্রিন্টার কিনলেও বিতরণ করছে সংসদের আইটি বিভাগ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদের সহকারী একান্ত সচিব মো. মামুন হাসান বলেন, ‘ল্যাপটপ ও প্রিন্টার নেয়ার জন্য বিরোধীদলীয় নেতাকেও চিঠি দেয়া হয়েছে।’

বিগত দশম জাতীয় সংসদের শুরুর দিকেই সংসদ সদস্যদের ল্যাপটপ দেয়া হয়েছিল। তাদের তথ্য প্রযুক্তিমুখী করার জন্য এটা করছে সরকর। আর সংসদ সদস্যদের মধ্যে যারা ল্যাপটপ পরিচালনায় অদক্ষ, তাদেরকে আলাদা প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। তবে ল্যাপটপগুলো ফেরত দেয়ার কথা ছিল।

দশম সংসদের সংসদ সদস্যদের ১৩১ জন এবার নির্বাচিত হতে পারেননি। তাদের যে ল্যাপটপ দেয়া হয়েছিল সেগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় এসব আর ফেরত নেয়া হচ্ছে না।

পোস্টিং আছে পদোন্নতি নেই

প্রশাসনে বর্তমানে ৫১টি গ্রেড-১ পদ থাকলেও বেশিরভাগ পদ পদোন্নতি ছাড়াই ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলছে। অর্থাৎ এসব পদে গ্রেড-২ ধাপের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনোকষ্ট নিয়ে কাজ করছেন।

তারা মনে করেন, গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি দিয়েই একজন অতিরিক্ত সচিব অথবা সমমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা উচিত। অথচ এ ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হচ্ছে। কাউকে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি দিয়েই পদায়ন করা হচ্ছে, আবার কাউকে পোস্টিং দেয়া হচ্ছে পদোন্নতি ছাড়াই।

এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এসব পদে জুনিয়র ব্যাচের কর্মকর্তাদের গ্রেড-১ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সিনিয়র ব্যাচের ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণের অভিযোগ প্রবল।

প্রসঙ্গত, মূলত প্রশাসনে সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ার পর একজন পদস্থ কর্মকর্তা জাতীয় বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ গ্রেড-১ ধাপে উন্নীত হন। এর নিচে গ্রেড-২ অতিরিক্ত সচিব/সমমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত।

কিন্তু গত কয়েক বছরে নানা কারণে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায় সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ার চাপ বাড়তে থাকে। কিন্তু সরকার চাইলেও তাদের ৫০ ভাগ কর্মকর্তাকেও সচিব বানাতে পারবে না।

কেননা মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বাইরে সচিব করার সুযোগ নেই। এক সময় বড় মন্ত্রণালয় ছাড়া অতিরিক্ত সচিব পদায়ন করা হতো না। অর্গানোগ্রামে পদও ছিল না। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে কমপক্ষে ৫-৬ জন অতিরিক্ত সচিব কাজ করছেন।

পদোন্নতি দেয়ার প্রয়োজন মনে করবে, তাকে এসএসবির বৈঠক থেকে ধাপে ধাপে পদোন্নতি দেয়া হবে।

সূত্র জানায়, যারা অতিরিক্ত সচিব পদে দীর্ঘদিন চাকরি করার পর সচিব নামক সোনার হরিণের দেখা পান না, তারা শেষমেশ গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি নিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পুরস্কার পাওয়ার মতো স্বস্তি পেতে চান।

তবে বর্তমানে এ রেসেও অনেকে টিকতে পারছেন না। কারণ পদসংখ্যা মাত্র ৫১টি। এটাকে বেশি টানাটানি করে বড় করারও উপায় নেই। কেননা, যেনতেন পদকে গ্রেড-১ হিসেবে সৃষ্টি করা যাবে না।

গ্রেড-১ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা পদগুলো হল : ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান, সিভিল সার্ভিস একাডেমির চেয়ারম্যান, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের মহাপরিচালক, কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদফতরের মহাপরিচালক পদ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশনের মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মহাপরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, রসায়ন শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর চেয়ারম্যান, মহিলাবিষয়ক অধিদফতরের মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরের মহাপরিচালক, পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ডাক বিভাগের মহাপরিচালক, প্রধান তথ্য অফিসার, প্রধান বন সংরক্ষক, গণপূর্তের প্রধান প্রকৌশলী, মৎস্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের মহাপরিচালক, সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের মহাপরিচালক, রেলওয়ের মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, কম্পোট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যন্স, পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক, খাদ্য অধিফতরের মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, স্বাস্থ্য অধিদফতরের

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের মহাপরিচালক। এ ছাড়া আরও রয়েছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন আয়কর এবং শুল্ক আবগারির প্রত্যেক ক্যাডার থেকে ২টি করে ৪টি পদ।

বর্তমানে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা হলেন: বাংলাদেশ টেলিভিশনের ডিজি এসএম হারুন অর রশিদ, পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক সুপ্রিয়া কুমার কুণ্ড, পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরের মহাপরিচালক শাহান আরা বানু, এনডিসি, পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রাম চন্দ্র দাস, বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক ড. মো. নজরুল আনোয়ার, ওএসডি শাহাদাত হোসেন, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুল ফাত্তাহ, সোসিয়াল সার্ভিসেসের মহাপরিচালক শেখ রফিকুল ইসলাম, স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. রইচ উদ্দিন, প্রাথমিক গণশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালবক আলমগীর মোহাম্মদ মনসুরুল আলম, প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. আতিকুল ইসলাম, এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক রাশেদুল ইসলাম, মহিলা ও শিশুবিষয়ক অধিদফতরের মহাপরিচালক পারভীন আক্তার এবং চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সনদ কুমার সাহা প্রমুখ।

বাইরে ক্যারম বোর্ড, ভেতরে ক্যাসিনো

ঢাকার আশুলিয়ার কাইচাবাড়ি এলাকার একটি বাড়ির বাইরে প্রতিদিন ক্যারম বোর্ড খেলা চলত। আর এই খেলার আড়ালে বাড়ির ভেতরে চলত ক্যাসিনো বোর্ড বসিয়ে জুয়া খেলা। এতে অংশ নিত নিম্ন আয়ের মানুষ।

এখানে প্রতিরাতে ১০-১৫ লাখ টাকার জুয়া খেলা হয় হতো। জুয়াড়িদের চাঙ্গা রাখতে ছিল মাদক সেবনের ব্যবস্থা। গত দেড় বছর এভাবেই চলে আসছিল।

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৪) শনিবার রাতে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ওই জুয়ার আসর থেকে ২১ জনকে আটক করে। এ সময় ১০০ পিস ইয়াবা, ১২ ক্যান বিদেশি বিয়ার, ২২টি মোবাইল ফোন ও নগদ ৩৮ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিছুর রহমান ও সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সাজেদুল ইসলাম সজলের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়। রোববার দুপুরে রাজধানীর মিরপুর পাইকপাড়ায় র্যাব-৪-এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক (সিও) অতিরিক্ত ডিআইজি মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান।

আটক ব্যক্তিরা হল: জামালপুরের মো. বিল্লাল (৩৮), সবুজ মিয়া
(২৮) ও শিপন (২০); ঢাকার মো. জুয়েল (২৮), মইদুল ইসলাম (৩২), মো. শরিফ (২৮), মো. এখলাছ (৩৫), মঈন মিয়া (২৮) ও দিয়াজুল ইসলাম (২০); টাঙ্গাইলের মো. লিটন (৪৫), ফরিদপুরের রবিউল মোল্লা (২৪), গাইবান্ধার আবু তালেব (২০), রংপুরের আবদুল আলিম (৩৫), জয়পুরহাটের আজাদুল ইসলাম (৫০), রাজবাড়ীর সোহেল মোল্লা (৩২), গাইবান্ধার আসাদুল ইসলাম (৩০) ও হাবিবুর রহমান (৪৭); নাটোরের মাসুদ রানা (২০), ময়মনসিংহের রুবেল মিয়া (৩৩), বরিশালের ফজলে রাব্বি (২২) ও নোয়াখালীর রনি ভূঁইয়া (২৫)।

মোজাম্মেল হক বলেন, ওই আসরে প্রতিরাতে ১০-১৫ লাখ টাকার জুয়া খেলা চলত। খেলতে আসাদের বেশিরভাগই নিæ আয়ের মানুষ। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই সেখানে জুয়া খেলা হয়। বাইরে ক্যারম বোর্ড প্রদর্শন করে ভেতরে চলত জুয়া খেলা। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সময় হাতেনাতে ২১ জনকে আটক করা হয়।

র্যাবের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানায়, তারা জুয়ার আসরে জনপ্রতি সর্বনিæ ১০০ টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত খেলত।

রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুয়ার আসরও জমে উঠত। জুয়ার আসর পরিচালনায় প্লাবন হোসাইন ও ওমর ফারুক নামে দুই ব্যক্তির নাম পাওয়া গেছে। তারা দু’জনই মালিক। দু’জনকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

৭৫ পরবর্তী অবৈধ সরকারগুলোই দুর্নীতির বীজ বপন করে গেছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘দুর্নীতির বীজ বপন করে গেছে পঁচাত্তর পরবর্তী অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী সরকারগুলো।’

রোববার (২৫ অক্টোবর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) রজতজয়ন্তীর উদ্বোধনকাল এ এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে তিনি বলেন, ‘দুর্নীতির বীজ বপন করে গেছে পঁচাত্তর পরবর্তী অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী সরকারগুলো। প্রথমে জিয়াউর রহমান এরপরে এরশাদ, এরপর খালেদা জিয়া। তারা দুর্নীতিকে শুধু প্রশ্রয় দেয়া না, নিজেরাই দুর্নীতি করে গেছে এবং দুর্নীতিকে লালন-পালন করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর আমরা কিন্তু সেটা কখনও করছি না।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘একটা সময় আমাদের দেশে ছিল কী? যতই দুর্নীতি, অনিয়ম হোক, সেগুলো ধামাচাপা দেয়া হতো। আর সমস্যাগুলো ওই যে কথায় বলে কার্পেটের নিচে লুকিয়ে রাখা। আমাদের সরকার কিন্তু তা করছে না।’

তিনি বলেন, ‘কোথাও কোনো দুর্নীতি বা অনিয়ম হলে পরে আমরা কিন্তু এটা চিন্তা করি না যে এটার সঙ্গে আবার দল জড়িত কি না। আমার অমুক জড়িত কি না। পার্টির বদনাম হবে কি না। সরকারের বদনাম হবে কি না- আমরা কিন্তু সেই চিন্তা কখনও করি না। আমি চিন্তা করি, সেখানে অন্যায় হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। এটা নিতে গিয়ে হয় এমন অনেক সময় দোষটা আমাদের ওপর চলে আসে। তখন এমন মনে হয়- আওয়ামী লীগ সরকারই যেন দুর্নীতি করছে। আসলে তা এমন নয়।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। সমাজের দর্পণ যেটা হবে সেটা যেন অন্তত মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে, তারা যেন মানুষের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা যেন মানুষের কল্যাণে কাজ করে।’

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

এর আগে গতকাল শনিবার সময় স্বল্পতা এবং বৈরী আবহাওয়ার কারণে স্প্যানটি বসানো যায়নি।

৩৩তম স্প্যান বসানোর এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৪তম স্প্যানটি বসানো হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর মাওয়া প্রান্তের ৩ ও ৪ নম্বর খুঁটির ওপর বসানো হয় ৩৩তম স্প্যান।
চলতি মাসে আরও একটি স্প্যান বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সেতু সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা।

পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের জানান, করোনাভাইরাস ও বন্যার কারণে স্প্যান বসানোর কার্যক্রম প্রায় চার মাস বন্ধ ছিল। সেতুর কাজ এখন দ্রুত চলছে। বর্তমানে পদ্মা নদীর স্রোত ও পানির গভীরতা অনুকূলে স্প্যান বসানোর কাজ চলছে।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাংবাদিকদের কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাংবাদিকদের কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রবিবার ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটির রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, দলের কেউ হলেও কোনও দুর্নীতিবাজ-সন্ত্রাসীকে ছাড় দিচ্ছে না সরকার। আওয়ামী লীগ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। এ জন্য স্বাধীনভাবে সংবাদ তুলে ধরতে পারছেন সাংবাদিকরা।

ভারত-চীন সীমান্তে পরিস্থিতি এর চেয়ে খারাপ হবে না: মার্কিন কর্মকর্তা

ভারত-চীন সীমান্তে উত্তাপ কমার কোনও লক্ষণ নেই। বিগত সাড়ে পাঁচ মাস সময় ধরে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর একে অপরকে নিশানা করে দাঁড়িয়ে দুই দেশের সেনা বাহিনী। হিমালয়ের কোলে এই পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেছে আমেরিকা। তবে, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি আর বাড়বে না বলেই মনে করে মার্কিন প্রশাসন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মার্কিন প্রশাসনের এক কর্মকর্তা বলেছেন, “হিমালয়ের কোলে যে ঘটনা ঘটছে আমরা সেদিকে কড়া নজর রেখেছি। পরিস্থিতি এখন যে পর্যায়ে রয়েছে আগামীতে তার থেকে খারপ হবে না বলে নিশ্চিত করতে পারি।”

ওই মার্কিন কর্মকর্তা আরও জানান, কেবল দক্ষিণ চীন সাগরের জন্যই নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়াতেই ভারত-মার্কিন সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নয়াদিল্লির সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে ওয়াশিংটন। তার কথায়, “দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এর সঙ্গে ওই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ, নিরাপত্তা ও বর্তমান পরিস্থিতি জড়িত। তাই এখানে ভারতের অন্তর্ভুক্তিকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি।”

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতার ক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহেই মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠক হবে। তার আগে সরকারিস্তরে দুই দেশের কর্মকর্তারা আলোচনা চালাচ্ছেন। নিয়ন্ত্রণরেখার উপগ্রহ চিত্র, লাল-ফৌজের তথ্য আদান-প্রদান, সমরাস্ত্র মোতায়েন বিষয়ে ইতিমধ্যেই ভারত-মার্কিন সহযোগিতার বহর দেখা গেছে। সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল।

তবে এই কম্পনে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহনির ঘটনা ঘটেনি। রাজধানী ঢাকা থেকে ১৭৩ কিমি দূরে খাগড়াছড়ি শহরের কাছে কম্পনের কেন্দ্রস্থল ছিল বলে জানা গেছে।
ভারত, মিয়ানমার, ভুটান ও চীনেও এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

গত শনিবারও মাঝারি কম্পনে কেঁপে উঠেছিল সিলেট। রিখটার স্কেলে এর কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৪। রাত ১১.৩৮ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয় বলে জানা গিয়েছিল। সিলেটের কম্পনের জেরে মণিপুরেও কম্পন অনুভূত হয়েছিল। ভূমিকম্প কেন্দ্র থেকে জানানো হয়, মাঝারি মাপের কম্পনটির কেন্দ্রস্থল ছিল মোরিগাঁও এলাকায়।